প্রথম আলো

তারিখ ০৯ FEB 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বিশিষ্ট নাগরিকদের সভা

অতিরিক্ত ফি ফেরত না দিলে বাতিল হবে পরিচালনা কমিটি

বিশেষ প্রতিনিধি ●

বিশিষ্ট নাগরিকেরা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায়ে তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করার পাশাপাশি এটা ফেরত দিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ তাঁদের বলেছেন, অতিরিক্ত ভর্তি ফি অবশ্যই ফেরত দিতে হবে। নইলে উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ওই ব্যবস্থা কী হতে পারে, তা জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি আপনাআপনি বাতিল হয়ে যেতে পারে।

গতকাল সোমবার বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় রাজধানীর আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রায় দুই হাজার অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর ভর্তির বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং এই ভর্তির সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ তোলা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত ওই ব্রিফিংয়ে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামাল, শিক্ষাবিদ হায়াৎ মামুদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম এম আকাশ উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমরা সম্মান দেখাচ্ছি বলে কঠোর হতে পারব না—এমন ভাবার কোনো কারণ নেই।' বিশিষ্ট নাগরিকদের এ সমর্থন মন্ত্রণালয়কে আরও বেশি শক্তি জোগাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সুলতানা কামাল বলেন, অতিরিক্ত ফি নিয়ে যাঁরা অন্যায় করছেন এবং অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করে যাঁরা অন্যায় করছেন, তাঁরা জবাবদিহির মধ্যে আসছেন না। কিন্তু সবার মনে রাখা উচিত, আইনের চোখে সবাই সমান। উচ্চপদস্থ কোনো মন্ত্রী বা কর্মকর্তা যেই হোক না কেন, তিনি বা তাঁরা আইন লঙ্ঘন করছেন।

অতিরিক্ত ভর্তি ফি ফেরত-সংক্রান্ত বিষয়ে আইন ও মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা মেনে চলার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার কাছে অনুরোধ করেন শিক্ষামন্ত্রী ও বিশিষ্ট নাগরিকেরা। ব্রিফিংয়ে সুলতানা কামাল অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায়ের বিরুদ্ধে ২৮ বিশিষ্ট নাগরিকের যৌথ বিবৃতি পড়ে শোনান। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, রাশেদা কে চৌধূরী, অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম প্রমুখ।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অতিরিক্ত ফি আদায়কারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে সাত দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অতিরিক্ত টাকা ফেরত দিতে ব্যর্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে শিক্ষা বোর্ড এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, যদি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফি বাড়ানোর যুক্তি থাকে, তাহলে তা মন্ত্রণালয়কে জানালে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু তার আগে বাড়তি টাকা নেওয়া যাবে না। জাতীয় বেতন স্কেল কার্যকর হওয়ার যুক্তি হিসেবে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও বেতন দ্বিগুণ করা প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এটাও মনে রাখতে হবে যে সবাই সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নন।

শিক্ষাসচিব মো. সোহরাব হোসাইন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমেদসহ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।